দৈনিক সংবাদ

দাখিল পরীক্ষা ঃ যশোর চিত্র

শিক্ষক-পরিদর্শকরাই নকল সরবরাহকারী

।। রুকুন উদ্দৌলাহ ।।

যশোর ঃ মাদ্রাসা পরীক্ষায় যশোর জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে অনিয়ম ও অসদুপায় অবলম্বনের সর্বকালের সব রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের চেষ্টা চালালেও শিক্ষক-পরিদর্শকদের অসততার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না।

যশোরের গোটা পাঁচেক পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে যে, পরীক্ষার্থীদের প্রায় সকলেই নকলের সাথে সরাসরি জড়িত।

পরীক্ষার্থীরা আরবি বইয়ের পাতা কেটে রাখছে টুপি, জাঙ্গিয়া, জুতা ও মোজার মধ্যে, এমনকি শরীরে রাবারের গার্ডার পেঁচিয়ে তার মধ্যেও। মেয়েরা রাখছে বোরখা ও অন্তর্বাসের ভেতর। সরজমিন কেন্দ্র পরিদর্শনকালে এসব আলামত দেখা গেছে।

প্রতিটি কেন্দ্রে চলছে পাস করিয়ে দেয়ার চুক্তিভিত্তিক পরীক্ষা। বিশেষ করে যশোরের আমিনিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, আদর্শ

যশোর ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

[illegible] বসানো হয়েছে। যারা এসএসসি পরীক্ষায় একাধিকবার অকৃতকার্য অথবা টেস্টে পাস করতে পারেনি বা যাদের আদৌ পাস করার সম্ভাবনা থাকে না, তারা মাদ্রাসাসমূহের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে চুক্তিভিত্তিক এই পরীক্ষা দিচ্ছে। এ চুক্তির কারণেই শিক্ষক–পরিদর্শকরা নিজেরাই তাদেরকে নকল সরবরাহ করছেন। এ ঘটনা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ হাতেনাতে ধরে প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্র থেকে দু' পাঁচজন করে পরিদর্শককে বহিষ্কার করেছেন।

এবারের দাখিল পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ব্যাপকসংখ্যক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এদের কাউকে কোন পরিদর্শক বহিষ্কার করেননি, সবই প্রশাসনিক কর্মকর্তারা করেছেন। প্রতিটি কেন্দ্রের পরীক্ষা হলে দেখা গেছে, শুধুমাত্র শিক্ষক– পরিদর্শকরা হলে থাকলে পরীক্ষার খাতায় লেখালেখির ধুম পড়ে যায়। বাইরে বসে যেন নকল সরবরাহের হাট। আবার প্রশাসনিক কর্মকর্তারা আসলে সর্বত্র পিনপতন নীরবতা বিরাজ করে, হলে পরীক্ষার্থীরা কলম রেখে চুপচাপ বসে থাকে, কেউ কেউ হাত কামড়ায়। এমনও দেখা গেছে, প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কোন কেন্দ্র থেকে নকল উদ্ধার করে চলে যাওয়ার পর পরিদর্শকরা তা আবার পরীক্ষার্থীদের কাছে সরবরাহ করেছেন।

অবাধ নকলের সুবিধা পাওয়ার কারণে প্রাইমারি পাস দু' পাঁচ সন্তানের ব্যাপক–সংখ্যক মা এবার দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। তাদের লক্ষ্য প্রাতিষ্ঠানিক সনদপত্রধারী শিক্ষিতা বলে তথাকথিত আভিজাত্য প্রকাশ করা। বোরখা পরিহিত এ মহিলাদের নকল বহনে সুবিধা বেশি। পরীক্ষা কেন্দ্রে মহিলাদের দেহ তল্লাশির কোন ব্যবস্থা না থাকায় তারা থাকছে বেশ খানিকটা নিরাপদ। যশোরের ডেপুটি কমিশনার আবদুল মালেক মিয়া নিজেই শহরের আমিনিয়া আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে এমন ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন।

এবারের পরীক্ষায় ছোটখাট অনেক কাহিনীর জন্ম দিয়েছে। ঝিকরগাছা দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্রে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নকলের দায়ে এক পরীক্ষার্থীর খাতা কেড়ে নিলে সেই পরীক্ষার্থী নকল করেনি বলে চ্যালেঞ্জ করে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তখন পরীক্ষার্থীকে তার খাতায় তারই লেখা আরবি দেখিয়ে বলেন, 'তোমার লেখা তুমি পড়তে পারলে খাতা ফেরত পাবে।' ওই পরীক্ষার্থী তা পড়তে না পারায় তার খাতা আর ফেরত দেয়া হয়নি। এই পরীক্ষার্থী কোনদিন মাদ্রাসায় পড়েনি।